

فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ ۖ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَ
نَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ ۖ فِإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ ۗ
يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسِمُهَا ۖ قِيلَ إِنَّتَ مِنْ دَكِّهَا ۗ
إِلَىٰ رَبِّكَ مُنْتَهَىٰهَا ۗ إِنَّتَ مَنذُورٌ مِّنْ حَيْثُهَا ۗ كَانَتْ لَهُمْ
يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَأَكْبَرُونَ إِلَّا الْأَعْيَشَىٰ ۖ أَوْضَعَهَا ۗ
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
عَبَسَ وَتَوَلَّىٰ ۖ أَنْ جَاءَهُ الْأَعْمَىٰ ۗ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهٗ
يُرَىٰ ۗ أَوْ يَدُكُورُ فَنَنْفَعُهُ الذِّكْرَىٰ ۗ أَمَّا مَنِ اسْتَغْنَىٰ ۗ
فَأَنتَ لَهُ تَصَدَّىٰ ۗ وَمَا عَلَيْكَ أَلْيَوْمًا ۗ وَآمَنٌ
جَاءَهُ يَسْعَىٰ ۗ وَهُوَ يَخْشَىٰ ۗ فَأَنتَ عَنْتَ تَآلَفَىٰ ۗ كَلَّا
إِنهَآ تَذَكَّرَ ۗ فَمَنْ سَاءَ ذِكْرًا ۗ فِي صُحُفٍ مُّكْرَمَةٍ ۗ
مَرْفُوعَةٍ مُّطَهَّرَةٍ ۗ بِأَيْدِي سَفَرَةٍ ۗ كِرَامٍ بَرَرَةٍ ۗ
قَبْلِ الْإِنسَانِ مَا أَكْرَمَهُ ۗ مِنْ أَىٰ سَمَىٰ خَلْقَهُ ۗ
مِنْ نُطْفَةٍ خَلَقَهُ فَقَدَّرَهُ ۗ ثُمَّ السَّبِيلَ يَسَّرَهُ ۗ

(৩৯) তার ঠিকানা হবে জাহান্নাম। (৪০) পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি তার পালনকর্তার সামনে দণ্ডায়মান হওয়াকে ভয় করেছে এবং খেয়াল-খুশী থেকে নিজেকে নিবৃত্ত রেখেছে, (৪১) তার ঠিকানা হবে জান্নাত। (৪২) তারা আপনাকে জিজ্ঞাসা করে, কেয়ামত কখন হবে? (৪৩) এর বর্ণনার সাথে আপনার কি সম্পর্ক? (৪৪) এর চরম জ্ঞান আপনার পালনকর্তার কাছে। (৪৫) যে একে ভয় করে, আপনি তো কেবল তাকেই সতর্ক করবেন। (৪৬) যেদিন তারা একে দেখবে, সেদিন মনে হবে যেন তারা দুনিয়াতে মাত্র এক সন্ধ্যা অথবা এক সকাল অবস্থান করেছে।

সূরা আবাসা

মক্কায় অবতীর্ণঃ আয়াত ৪২।।

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু—

- (১) তিনি জরাজীর্ণ করলেন এবং মুখ ফিরিয়ে নিলেন। (২) কারণ, তাঁর কাছে এক অন্ধ আগমন করল। (৩) আপনি কি জানেন, সে হয়তো পরিশুদ্ধ হত, (৪) অথবা উপদেশ গ্রহণ করতো এবং উপদেশে তার উপকার হত। (৫) পরন্তু যে বেপরোয়া, (৬) আপনি তার চিন্তায় মশগুল। (৭) সে শুদ্ধ না হলে আপনার কোন দোষ নেই। (৮) যে আপনার কাছে দৌড়ে আসলো (৯) এমতাবস্থায় যে, সে ভয় করে, (১০) আপনি তাকে অবজ্ঞা করলেন। (১১) কখনও এরূপ করবেন না, এটা উপদেশবাণী। (১২) অতএব, যে ইচ্ছা করবে, সে একে গ্রহণ করবে। (১৩—১৪) এটা লিখিত আছে সম্মানিত, উচ্চ পবিত্র পত্রসমূহে, (১৫) লিপিকারের হস্তে, (১৬) যারা মহৎ পুত্র চরিত্র। (১৭) মানুষ ধ্বংস হোক, সে কত অকৃতজ্ঞ! (১৮) তিনি তাকে কি বস্ত্র থেকে সৃষ্টি করেছেন? (১৯) শুরু থেকে তাকে সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর তাকে সুপরিমিত করেছেন। (২০) অতঃপর তার পথ সহজ করেছেন,

এরপর জান্নাতীদেরও দু'টি বিশেষ আলামত বর্ণনা করা হয়েছে, (এক) দুনিয়াতে

প্রত্যেক কাজের সময় এরূপ ভয় করা যে, একদিন আল্লাহ তাআলার সামনে উপস্থিত হয়ে এ কাজের হিসাব দিতে হবে। (দুই) অবৈধ খেয়াল-খুশী চরিতার্থ করা থেকে নিজেকে নিবৃত্ত রাখা। যে ব্যক্তি দুনিয়াতে এই দু'টি গুণ অর্জন করতে সক্ষম হয়, কোরআন পাক তাকে সুসংবাদ দেয় **فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ** অর্থাৎ, জান্নাতই তার ঠিকানা।

সূরা আবাসা

শানে নুযুলে বর্ণিত অন্ধ সাহাবী আবদুল্লাহ ইবনে উশ্ম-মকতুম (রাঃ)—এর ঘটনায় ইমাম বগতী (রহঃ) রেওয়াজে করেন যে, হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ) অন্ধ হওয়ার কারণে একথা জানতে পারেননি যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) অন্যের সাথে আলোচনারত আছেন। তিনি মজলিসে প্রবেশ করেই রসূলুল্লাহ (সাঃ)—কে আওয়াজ দিতে শুরু করেন এবং বার বার আওয়াজ দেন।—(মাযহরী) ইবনে-কাসীরের এক রেওয়াজে আরও আছে যে, তিনি রসূলুল্লাহ (সাঃ)—কে কোরআনের একটি আয়াতের পাঠ জিজ্ঞেস করেন এবং সাথে সাথে জওয়াব দিতে পীড়াপীড়ি করেন। রসূলুল্লাহ (সাঃ) তখন মক্কার কাফের নেতৃবর্গকে উপদেশদানে মশগুল ছিলেন। এই নেতৃবর্গ ছিলেন ওতবা ইবনে রবীয়া, আবু জাহ্ল ইবনে-হেশাম এবং রসূলুল্লাহ (সাঃ)—এর পিতৃব্য আব্বাস। তিনি তখনও মুসলমান হননি। এরূপ ক্ষেত্রে আবদুল্লাহ ইবনে-উশ্ম মকতুম (রাঃ)—এর এভাবে কথা বলা এবং আয়াতের ভাষা ঠিক করার মামুলী প্রশ্ন রেখে তাৎক্ষণিক জওয়াবের জন্য পীড়াপীড়ি করা রসূলুল্লাহ (সাঃ)—এর কাছে বিরক্তিকর ঠেকে। এই বিরক্তির প্রধান কারণ ছিল এই যে, আবদুল্লাহ (রাঃ) পাক মুসলমান ছিলেন এবং সদাসর্বদা মজলিসে উপস্থিত থাকতেন। তিনি এই প্রশ্ন অন্য সময়ও রাখতে পারতেন। তাঁর জওয়াব বিলম্বিত করার মধ্যে কোন ধর্মীয় ক্ষতির আশংকা ছিল না।

عَبَسَ وَتَوَلَّىٰ প্রথম শব্দের অর্থ রুষ্টিতা অবলম্বন করা এবং চোখে মুখে বিরক্তি প্রকাশ করা। দ্বিতীয় শব্দের অর্থ মুখ ফিরিয়ে নেয়া। এটা মুখোমুখি সম্মোদন করে উপস্থিত পদবাচ্য দ্বারা এসব কথা বলার স্থান ছিল। কিন্তু তা না করে কোরআন পাক অনুপস্থিত পদবাচ্য অবলম্বন করেছে। এতে ভৎসনার স্থলেও রসূলুল্লাহ (সাঃ)—এর সম্মানের প্রতি লক্ষ্য রাখা হয়েছে এবং ধারণা দেয়া হয়েছে যে, কাজটি যেন অন্য কেউ করেছে। এতে ইঙ্গিত আছে যে, এরূপ করা আপনার পক্ষে সমীচীন হয়নি। পরবর্তী **وَمَا يُدْرِيكَ** (আপনি কি জানেন?) বাক্যে রসূলুল্লাহ (সাঃ)—এর গুণের দিকে ইঙ্গিত করে বলা হয়েছে যে, আপনার মনোযোগ এদিকে নিবদ্ধ হয়নি যে, সাহাবীর জিজ্ঞাসিত বিষয়ের উপকারিতা নিশ্চিত এবং কাফেরদের সাথে আলোচনার উপকারিতা অনিশ্চিত। এ বাক্যে অনুপস্থিত পদবাচ্যের পরিবর্তে উপস্থিত পদবাচ্য অবলম্বন করার মধ্যেও রসূলুল্লাহ (সাঃ)—এর সম্মান ও মনোরঞ্জন রয়েছে। কেননা, যদি কোথাও উপস্থিত পদবাচ্য বাবহার করা না হত, তবে সন্দেহ হতে পারত যে, এই

কর্মপদ্ধতি অপছন্দ করার কারণেই মুখোমুখি সম্মোক্ষন বর্জন করা হয়েছে। এটা রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)—এর জন্যে অসহনীয় কষ্টের কারণ হত। সুতরাং প্রথম বাক্যে অনুপস্থিত পদবাচ্য ব্যবহার করা এবং দ্বিতীয় বাক্যে উপস্থিত পদবাচ্য ব্যবহার করা—উভয়টির মধ্যে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)—এর সম্মান ও মনোরঞ্জন রয়েছে।

لَعَلَّكُمْ يَتَّقُونَ - أَوَيْدُكُمْ فَتَنْفَعَهُمُ الْذِّكْرَى

এই সাহাবী যা জিজ্ঞেস করছিল, তা তাকে শিক্ষা দিলে সে তদ্বারা পরিতুষ্ট হতে পারত, কিংবা কমপক্ষে আল্লাহকে স্মরণ করে প্রাথমিক উপকার লাভ করতে পারত। ذِكْرَى শব্দের অর্থ আল্লাহকে বহুল পরিমাণে স্মরণ করা।—(সেহাহ্)

أَتَمَّامِنِ اسْتَنْفَى فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّى

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি আপনার ও আপনার ধর্মের প্রতি কেপরওয়া ভাব প্রদর্শন করছে, আপনি তার চিন্তায় মশগুল আছেন যে, সে কোনরূপে মুসলমান হোক। অথচ এটা আপনার দায়িত্ব নয়। সে মুসলমান না হলে আপনাকে অভিযুক্ত করা হবে না। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি ধর্মের জ্ঞান অনুশ্রমে দৌড়ে আপনার কাছে আসে এবং সে আল্লাহকে ভয়ও করে, আপনি তার দিকে মনোযোগ দেন না। এতে সুস্পষ্টভাবে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)—কে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, শিক্ষা, সংশোধন ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে মুসলমানদেরকে পাকাপোক্ত মুসলমান করা অমুসলমানকে ইসলামে অন্তর্ভুক্ত করার চিন্তা করা থেকে অধিক গুরুত্বপূর্ণ ও অগ্রণী। এর চিন্তা অধিক করা উচিত। অতঃপর কোরআন যে উপদেশবাহী এবং উচ্চমর্যাদাসম্পন্ন, তা বর্ণনা করা হয়েছে।

فِي صُحُفٍ مُّكَرَّمَةٍ مَّرْفُوعَةٍ مُّطَهَّرَةٍ

বোঝানো হয়েছে। এটা যদিও এক বস্ত, কিন্তু সমস্ত ঐশী সহীফা এতে লিখিত আছে বলে একে বহুবচনে প্রকাশ করা হয়েছে। مَرْفُوعَةٍ বলে এর উচ্চমর্যাদা বোঝানো হয়েছে এবং مُّطَهَّرَةٍ বলে বোঝানো হয়েছে যে, নাপাক মানুষ, হয়েয ও নেকাসওয়ালী নারী এবং গুযুহীন ব্যক্তি একে স্পর্শ করতে পারে না।

سَافِرٍ - سَافِرٍ شَكْرَةٍ كَرَامٍ بَرَرَةٍ

এর বহুবচন হতে পারে। অর্থ হবে লিপিকার। এমতাবস্থায় এই শব্দ দ্বারা ফেরেশতা কেলামুন-কাতেবীন অথবা পয়গম্বরগণ এবং তাঁদের ওহী লেখকগণকে বোঝানো হবে। এটা হযরত ইবনে-আব্বাস (রাঃ) ও মুজাহিদ (রাঃ)—এর তফসীর।

سَافِرٍ - سَافِرٍ شَكْرَةٍ - এর বহুবচনও হতে পারে। অর্থ দূত।

এমতাবস্থায় এর দ্বারা দূত ফেরেশতা, পয়গম্বরগণ এবং ওহী লেখক সাহাবায়ে কেলামকে বোঝানো হয়েছে। আলেমগণও এতে অন্তর্ভুক্ত রয়েছেন। কেননা, তাঁরাও রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) ও উম্মতের মধ্যবর্তী দূত। এক হাদীসে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন : কেরাআতে বিশেষজ্ঞ কোরআন পাঠকও এই আয়াতে বর্ণিত ব্যক্তি-বর্ণের অন্যতম। আর যে ব্যক্তি বিশেষজ্ঞ নয় ; কিন্তু কষ্টে-স্ট্রে কেরাআত শুদ্ধ করে নেয়, সে দ্বিগুণ সওয়াব পাবে, কেরাআতের সওয়াব ও কষ্ট করার সওয়াব। এ থেকে জানা গেল যে, বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি অনেক সওয়াব পাবে।—(মাহহারী)

অতঃপর মানুষ জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত যেসব নেয়ামত ভোগ করে, সেসব নেয়ামতের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এগুলো বস্তুনিষ্ঠ ও অনুভূত বিষয়। সামান্য চেতনাশীল ব্যক্তিও এগুলো বুঝতে সক্ষম। এ প্রসঙ্গে মানব সৃষ্টির কথা উল্লেখ করা হয়েছে এবং প্রথমে مِنْ أَبِي سَمِيٍّ حَلَقَهُ বলে প্রশ্ন রাখা হয়েছে যে, হে মানুষ, চিন্তা কর, আল্লাহ তোমাকে কি বস্তু থেকে সৃষ্টি করেছেন? এই প্রশ্নের জওয়াব নির্দিষ্ট—অন্য কোন জওয়াব হতেই পারে না। তাই নিজেই জওয়াব দিয়েছেন—مِنْ تُطْفَاةٍ - অর্থাৎ, মানুষকে বীর্ষ থেকে সৃষ্টি করেছেন। حَلَقَهُ فَتَكَدَّرُ অর্থাৎ, কেবল বীর্ষ থেকে মানুষকে সৃষ্টি করেননি ; বরং তাকে সুপরিমিতও করেছেন। তার গঠন প্রকৃতি, আকার-আকৃতি, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের দৈর্ঘ্য-প্রস্থ, গ্রন্থি, চক্ষু, নাক, কান ইত্যাদি এমন সুপরিমিতভাবে সৃষ্টি করেছেন যে, একটু এদিক-সেদিক হলে মানুষের আকৃতিই বিগড়ে যেত এবং কাজকর্ম দুর্লভ হয়ে যেত।

- قدره শব্দের এরূপ অর্থও হতে পারে যে, মানুষ যখন মাতৃগর্ভে সৃষ্টি হতে থাকে, তখন আল্লাহ তাআলা তার চারটি বিষয়ের পরিমাণ লিখে দেন—(১) সে কি কাজ করবে এবং কিরূপে করবে, (২) তার বয়স কত হবে, (৩) কি পরিমাণ রিয়িক পাবে এবং (৪) পরিণামে ভাগ্যবান হবে, না হতভাগা হবে।—(বোখারী-মুসলিম,)

ثُمَّ السَّيْلُ يَنْزِلُهُ - অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা স্বীয় রহস্য-বলে মাতৃগর্ভের তিন অঙ্ককার প্রকোষ্ঠে এবং সংরক্ষিত জায়গায় মানুষকে সৃষ্টি করেন। যার গর্ভে এই সৃষ্টিকর্ম চলে, সে নিজেও এ সম্পর্কে বিস্তারিত কিছুই জানে না। এরপর আল্লাহ তাআলার অপার শক্তিই এই জীবিত ও পূর্ণাঙ্গ মানুষের মাতৃগর্ভ থেকে বাইরে আসার পথ সহজ করে দেয়। চার পাঁচ পাউণ্ড ওজনের দেহটি সহীহ-সালামতে বাইরে চলে আসে এবং মায়েরও এতে তেমন কোন দৈহিক ক্ষতি হয় না।